অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

ঢাকা, শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০০৮, ২২ চৈত্র ১৪১৪, ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১৪৯, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ৩টা ২৫ মিনিট

এ সংখ্যায় থাকছে

- প্রথম পাতা
- শেষ পাতা
- সম্পাদকীয়
- খোলা কলম
- সারা দেশ
- বিশাল বাংলা
- সারা বিশ্ব
- খেলাধুলা
- বিনোদন
- পড়াশোনা
- কম্পিউটার প্রতিদিন
- চিঠিপত্র

ফিচার পাতা

- ছুটির দিনে
- কাজের খবর
- ক্ষেতখামার

মূল পাতা

কমিটির পর কমিটি, পুলিশ সংস্কার আর হচ্ছে না

মিরপুর পুলিশ ব্যারাকের এই কক্ষটিতে গাদাগাদি করে ৪০০ সদস্য থাকেন। এই কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা আছে সাকল্যে চারটি —জিয়া ইসলাম

কামরুল হাসান

‘বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭’-এর খসড়াটি আইনে পরিণত করতে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ নিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এখন আবার ভিন্ন পন্থায় মতামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই মতামত সংগ্রহ ‘অর্থবহ’ করার জন্য নতুন করে পরামর্শক কমিটি গঠনের কথা বলা হবে। এতে রাজনৈতিক নেতাদেরও পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, খসড়াটি আইনে পরিণত করার বদলে কমিটির পর কমিটি করা হচ্ছে। এতে করে বিষয়টি

885

বাংলা না এলে

এ পর্যন্ত পড়েছেন
৩২৪৯৩৪
জন পাঠক

আরও জটিল হচ্ছে। পরামর্শক কমিটিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তাঁরা। তাঁরা জানান, নতুন পরামর্শক কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও আগের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁরা সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছেন। রাজধানীর বিভিন্ন থানায় উন্মুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে পুলিশ সংস্কার অধ্যাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে পুলিশ বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে সর্বস্তরের মানুষ নতুন আইন তৈরির পক্ষে মত দেয়।

পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের (পিআরপি) পরিচালক ও পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী খসড়া আইনটি নিয়ে বিভাগ, জেলা, উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে মতবিনিময় সভা করে ৬৩০টি থানা থেকে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। পরামর্শক কমিটি হলে তাঁদের সবকিছু জানানো হবে। সবকিছু শেষ করতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক সময় লেগে যাবে।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার অভিযোগ, নতুন আইনটি যাতে না হয়, সে জন্য নানা জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে। কোনো নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী এভাবে জনমত যাচাইয়ের ঘটনা দেশে নজিরবিহীন। এতে সংস্কার প্রকল্পের কাজই পিছিয়ে যাবে।

পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের সূত্র জানায়, গত বছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজি) এএসএম শাহজাহানের নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়। প্রায় আট মাস আগে কমিটি আইনের খসড়া করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। প্রথম খসড়াটি ইংরেজিতে ছিল বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটি বাংলায় পাঠাতে নির্দেশ দেয়। প্রায় দুই মাস আগে বাংলায় খসড়াটি পাঠানো হয়। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। আইন মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই শেষে প্রস্তাবটি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, নতুন আইনের ব্যাপারে জনমত সংগ্রহের সময় নতুন করে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আরেকটি নির্দেশ দিয়ে পরামর্শক কমিটি গঠনের কথা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত কমিটি গঠনের এ নির্দেশ আসে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। এতে বলা হয়, আন্তমন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠনের আগে নিরপেক্ষভাবে জনমত যাচাই করতে পরামর্শক কমিটি গঠন করতে হবে। চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে পরামর্শক কমিটির কাঠামোতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পুলিশ সদর দপ্তর ও একজন মনোনীত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করা হয়।

চিঠিতে কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে বলা হয়, আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি প্রচলিত ‘পুলিশ আইন ১৮৬১’-এ বর্তমান সময়ের চাহিদা আছে অথচ অনুপস্থিত আছে এমন কোনো অসংগতি থাকলে তা চিহ্নিত করবে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশের ত্রুটি ও অসংগতি চিহ্নিতকরণ, জনমত যাচাইয়ের জন্য বর্তমান পুলিশ আইন এবং প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তৈরি করবে। এ ছাড়া থানা পর্যায়ে জনমত যাচাইকে অর্থবহ করতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। তবে এই কমিটির রূপরেখা কী হবে এবং তারা কীভাবে জনমত যাচাই করবে, তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে। এসব কমিটিতে থাকবেন

রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা, জনপ্রতিনিধি, সংবাদকর্মী, আইনজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকনেতা। জানা গেছে, জনমত যাচাইয়ের সুপারিশ পর্যালোচনা করে আন্তমন্ত্রণালয় কমিটি চূড়ান্ত সুপারিশ তৈরি করবে। ওই সুপারিশ উপদেষ্টা পরিষদে উপস্থাপন করার পরই পুলিশ অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক আইজিপি এএসএম শাহজাহান এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে বলেন, কমিটির পর কমিটি করে সবকিছু বিলম্ব করা হচ্ছে। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সংস্কার দ্রুত না করলে তা আর হয় না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

র‌্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার প্রথম আলোকে বলেন, নতুন আইন কার্যকর হলে পুলিশের কাজের গতি বহুগুণে বেড়ে যাবে। পুলিশের অনেক চাহিদাও এতে করে মেটানো সম্ভব হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পুলিশ প্রশাসনকে যুগোপযোগী করতে ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি ও ইউরোপীয় কমিশনের অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রকল্পের একটি অংশ 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭' তৈরি। দেশের পুলিশ বাহিনীতে বর্তমানে এক লাখ ২৩ হাজার পুলিশ সদস্য রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশই কনস্টেবল, যাঁদের মাসিক চার হাজার টাকার মতো। এসব পুলিশ সদস্য মানবেতর জীবনযাপন করেন। এর আগে সদর দপ্তর থেকে পুলিশের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও মন্ত্রণালয় তা গ্রহণ করেনি।

১৮৬১ সালে প্রণীত প্রচলিত পুলিশ আইনে জনগণের প্রতি পুলিশের কর্তব্য কী তার উল্লেখ নেই। এ ছাড়া এ আইনে মানবাধিকারের বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। যে কারণে পুলিশ সব সময় সরকারের অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ বলেন, প্রস্তাবিত আইনে পুলিশকে সেবাদানকারী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এতে পুলিশের ওপর রাজনৈতিক খবরদারির সুযোগ থাকবে না। চার স্তরে পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রস্তাব করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি কী ধরনের আচরণ করতে হবে, তাও এতে থাকছে। স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে কমিউনিটি পুলিশকেও। তিনি বলেন, এ ছাড়া পুরো পুলিশ বাহিনীর সব ধরনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে জাতীয় পুলিশ কমিশন, অভিযোগ কমিশন ও নীতিনির্ধারণী গ্রুপ গঠন করা হবে। এ আইন কার্যকর করা হলে রাজনৈতিক চাপে পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) পর্যন্ত কাউকে দুই বছরের আগে সরানো যাবে না। আইজি পদে কোনো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাবে না। পুলিশের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে মন্ত্রী-সাংসদ বা যেকোনো প্রভাবশালীর মৌখিক, লিখিত বা টেলিফোনের সুপারিশ ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
Concept & Design by JITU